Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের বিধান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি যোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহমিনা আকতার তারিন

রোলঃ ২১৬০২০১৯৮

৩০ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের বিধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি যোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহমিনা আকতার তারিন

রোলঃ ২১৬০২০১৯৮

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের বিধান" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাহমিনা আকতার তারিন, আইডিঃ ২১৬০২০১৯৮ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:

ডিপার্টমেন্ট:

প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “চেয়ারে বসে নামাজ আদায়ের বিধান” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি যোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Tahmina Akter Tarin

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ মে, ২০২৪ ইং

তাহমিনা আকতার তারিন

আইডিঃ ২১৬০২০১৯৮

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5
চেয়ারে বসে নামাযের বিধান 6
অসুস্থ হলেই চেয়ারে নামায জায়েয হয়ে যায় না 9
অসুস্থ ব্যক্তি কখন বসে নামায পড়তে পারবে এর মানদণ্ড কি? 10
যাদের জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া নাজায়েয 13
নামাযের আংশিক চেয়ারে আদায় করার হুকুম 15
দাঁড়াতে অক্ষম কিন্তু রুকু-সিজদায় সক্ষম ব্যক্তির নামায 18
দাঁড়াতে সক্ষম কিন্তু রুকু-সিজদায় অক্ষম ব্যক্তির নামায 19
গর্ভবতী মহিলাদের চেয়ারে বসে নামাযের হুকুম 21
পুরো নামায যার জন্য চেয়ারে বসে পড়া জায়েয 22
চেয়ারে বসে টেবিলে সেজদা করা 24
কাতারের মাঝে বসে নামাযের বিধান 26
কাতারে চেয়ার রাখার পদ্ধতি 27
চেয়ারে বসে নামায পড়ার কয়েকটি ক্ষতিকর দিক 27
চেয়ারে বসে নামায: কিছু সংশয়ের নিরসন 30
এক. চেয়ারে বসে নামায পড়ার বিধান কি খয়রুল কুরুনে ছিল? 30
দুই. ইহুদী খ্রিস্টানদের সাথে সাদৃশ্য 32
একটি ভুল প্রচলন : চেয়ারে বসে নামায আদায় করা কি ইচ্ছাধীন বিষয়? 34
শেষকথা 35
তথ্যসূত্র 36

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد:

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান গ্রহণ এবং তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি সাক্ষ্য প্রদানের পর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি সর্বপ্রথম সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ যে দায়িত্বটি অর্পিত হয় তা হলো - নামায।পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গাতে ঈমান ও তাওহীদের পর প্রথম ফরয আমল হিসেবে সালাতের কথা আলোচনা হয়েছে। সূরা বাকারার শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে হেদায়েত অর্জনকারী দলের বর্ণনা করা হয়েছে।আল কুরআনের শুরুতেই নামাযের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন,

ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ

"যারা গায়েবের প্রতি ঈমান আনে এবং সালাত কায়েম করে" [সূরা বাকারা ২:৩]

নামাযের মূল ভিত্তি হল, তার আরকান ও ওয়াজিবগুলো। এর মাঝে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কিয়াম, কিরাত, রুকু, সিজদা এবং কা‘দা তথা বৈঠক। আর নামাযের রূহ হচ্ছে, আদব ও তাওয়াজু এবং নম্রতা ও বিনয়ের সাথে খুশু-খুযু অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সামনে সবিনয়ে হাজির হওয়া।

মানুষের জীবন মরণ সুস্থতা অসুস্থতা সবকিছুই মহান আল্লাহ তা'আলার কুদরতি হাতে। তাই প্রত্যেক মুমিনের উচিত হলো, জীবন চলার পথে সে যখন যে অবস্থার সম্মুখীন

হবে সর্বাবস্থায় সে তার ওই বিধান জানবে এবং তদনুযায়ী আমল করতে সচেষ্ট হবে। কেননা শরী'আত শারীরিক অবস্থার সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে অসুস্থতা ও অপরগতার সময় তার উপর অর্পিত বিধান কখনো শিথিল করেছে, কখনো অবস্থার ভিত্তিতে তার সাধ্যের উপর ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে অনেকে শরী'আতের সঠিক বিধান না জানার কারণে কখনো শিথিলতা গ্রহণে সীমালজ্ঘন করে থাকে। এমনকি অনেকে বলে বসে যে, "ওযরের কোন মাসআলা নেই" বরং মা'যুর ব্যক্তি শর'য়ী হুকুমের আওতাভুক্ত। আবার কখনো সহজ বিধানকে কঠিন করে ফেলে ফলে শরী'আতের বিভিন্ন বিধান হয়ে ওঠে প্রশ্নবিদ্ধ। অথচ, ইসলামী শরী'আহ্ একটি পরিপূর্ণ ও সার্বজনীন জীবন বিধান। এতে নেই কোন কঠোরতা, নেই কোন শিথিলতা। তাই শরী'আত অসুস্থ ব্যক্তির নামাজের বিষয়ে কতটুকু রুখসাত বা ছাড় দিয়েছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অতীব জরুরি।

চেয়ারে বসে নামাযের বিধান

এক সময় তো এমন ছিল যে, মসজিদে চেয়ার আনা এবং তাতে বসে নামায পড়ার কল্পনাও করা যেত না। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে মসজিদের চেয়ারে বসে নামায আদায়কারীর সংখ্যা এমন বৃদ্ধি পেয়েছে যা দেখে সত্যি হতবাক হতে হয়। তাদের মধ্যে অনেকে তো শরী'আতসম্মত ওযরের কারণেই চেয়ারে বসে নামায আদায় করে । আবার কেউ শরী'আতসম্মত ওযর ছাড়াই নিছক আরামের জন্য এরূপ করে থাকেন। এমনকি কতিপয় মুসল্লি রুকু-সিজদার মাধ্যমে মাটিতে বসে নামাজ আদায়ে সক্ষম এতদসত্ত্বেও তারা নির্দ্বিধায় চেয়ারে বসে নামাজ আদায় করে চলেছেন। আর এসব অবস্থা মূলত চেয়ারে বসে নামাজ পড়ার বিধান না জানার কারণেই হচ্ছে। তাই উক্ত বিষয়ের শর'য়ী সমাধান নিম্নে আলোচনা করা হলো।

মাযূর মুসল্লী তো আজকে প্রথম নয়। আগেও তো মাযূর ও অসুস্থ মানুষ ছিল। ওযর ও অসুস্থ অবস্থায় কীভাবে নামায আদায় করতে হবে এর তালীমও কুরআন-সুন্নাহ এবং ইসলামী শরীয়তে রয়েছে।

প্রয়োজন হল, ওযরের সময় নামায আদায় করার পদ্ধতি-সংশ্লিষ্ট শরয়ী বিধি-বিধানের ইলম যথাযথ হাছিল করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা।

ওযরের ক্ষেত্রে শরীয়তের উসূল ও মূলনীতি হল, যে কোনো ওযরের কারণেই কেউ মাযূর সাব্যস্ত হয় না। তাই মামুলী ওযরের কারণে নিজেকে মাযূর মনে করা বৈধ নয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উসূল হল, যতটুকু ওযর ততটুকু রুখসত বা ছাড়। এমন নয় যে, এক ওযরের কারণে সকল ফরয থেকে ছুট্টি। যেমন, নামাযে দাঁড়ানোর সক্ষমতা নেই বলে এখন রুকু-সিজদাও মাফ। রুকু-সিজদা করতে পারে না বিধায় এখন কা‘দা (তাশাহুদের জন্য যমিনে বসা)-ও মাফ বিষয়টি এমন নয়।

এ বিষয়ে সতর্ক থাকা বাঞ্চনীয়: যে ব্যক্তি দাঁড়ানো ত্যাগ করার ক্ষেত্রে ওযরগ্রস্ত; এই ওযর তার জন্য রুকু-সেজদাকালে চেয়ারে বসাকে বৈধ করবে না।

নামাযের ওয়াজিবসমূহের ক্ষেত্রে বিধি হলো: মুসল্লি যতটুকু করার সক্ষমতা রাখেন ততটুকু করা তার উপর ওয়াজিব। আর যা করতে অক্ষম ততটুকু তার উপর থেকে মওকুফ হবে।

যে ব্যক্তি দাঁড়াতে অক্ষম তার জন্য দাঁড়ানোর সময় চেয়ারে বসা জায়েয হবে; সে রুকু-সিজদা সঠিক কাঠামোতে আদায় করবে। আর যদি দাঁড়াতে সক্ষম হয়; কিন্তু রুকু-সেজদা দিতে কষ্ট হয়; তাহলে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে, এরপর রুকু-সেজদাকালে চেয়ারে বসবে। এবং সেজদাকালে মাথাকে রুকুর চেয়ে বেশি নোয়াবে।

হাদীস শরীফে এসেছে, ইমরান ইবনে হুসাইন রা. বলেন,

كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الصّلاَةِ، فَقَالَ: صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

“আমার অর্শরোগ ছিল। তাই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি কীভাবে নামায পড়ব সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, তুমি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে। দাঁড়িয়ে পড়তে সক্ষম

না হলে বসে বসে পড়বে। বসেও সক্ষম না হলে কাত হয়ে শুয়ে আদায় করবে।” (সহীহ বুখারী, হাদীস ১১১৭)

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন –

عن النبي (ﷺ) قال : «يصلي المريض قائما، فإن نالته مشقة صلى جالسا، فإن نالته مشقة صلى نائما يؤمي برأسه، فإن نالته مشقة سبح

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে।যদি এতে কষ্ট হয় তাহলে বসে নামায পড়বে। যদি এতেও কষ্ট হয় তাহলে শুয়ে মাথার ইশারায় নামায পড়বে। যদি তাতেও কষ্ট হয় তাহলে তাসবীহ পাঠ করতে থাকবে।" [আল মু'জামুল আওসাত: ৩/১০৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা,বৈরুত,লেবানন]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রাহ. বলেন-

وكذا إذا عجز عن القعود، وقدر على الاتكاء أو الاستناد إلى إنسان أو حائط أو وسادة، لا يجزئه إلا كذلك ، ولو استلقى لا يجزئه

" অসুস্থ ব্যক্তি নিজের শক্তিতে বসতে অক্ষম হয়, কিন্তু কোনো কিছুর উপর ঠেস লাগিয়ে অথবা মানুষ,দেয়াল বা বালিশের সাথে হেলান দিয়ে বসতে সক্ষম হয়, তাহলে সেভাবেই নামায পড়তে হবে।যদি শুয়ে পড়ে তাহলে জায়েয হবেনা।"

[আল বিনায়া:২/২৬৩৫,মাকতাবা নাঈমিয়া দেওবন্দ; আল বাহরুর রায়েক:২/১৯৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ]

দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক নিয়মে রুকু-সিজদা করে নামায পড়তে পারেন না, এমন ব্যক্তির নামাযের পদ্ধতির ব্যাপারে এ হাদীসে মৌলিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনে আবদুল বার রাহ. বলেন,

هَذَا يُبَيِّنُ لَكَ أَنّ الْقِيَامَ لَا يَسْقُطُ فَرْضُهُ إِلّا بِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ ثُمّ كَذَلِكَ الْقُعُودُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ ثُمّ كَذَلِكَ شَيْءٌ شَيْءٌ يَسْقُطُ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ.

" কিয়াম করতে অক্ষম হওয়ার আগ পর্যন্ত নামাযে কিয়াম করা ফরয; তা বাদ দেওয়া যাবে না। তেমনি কা'দা (বৈঠক)।

তা আদায়ে অক্ষম হওয়ার আগ পর্যন্ত তা আদায় করার ফরয বিধান বহাল থাকবে। নামাযের অন্যান্য ফরয-ওয়াজিব আমলগুলোও এমনি। যখন যেটি আদায়ে অক্ষম হবে কেবল সেটিই তখন ছাড়া যাবে।

(আততামহীদ ১/১৩৫)

উল্লিখিত দলীলদ্বয়ে অসুস্থ ব্যক্তির বিভিন্ন পর্যায় ও তার বিধান আলোচনা হয়েছে। কিন্তু চেয়ার বা কোনো উঁচু স্থানে বসার কথা উল্লেখ হয়নি।অথচ চেয়ার তখনো ছিল এবং উঁচু কোনো জিনিসের ব্যবস্থাও ছিলো যা অসুস্থ ব্যক্তির জন্য আরামদায়ক। কিন্তু এ বিষয়টি আলোচনাতেই আসেনি।এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, অসুস্থ ব্যক্তির জমিনে বসে আদায় করা সম্ভব হলে চেয়ারে না বসা উত্তম।

অসুস্থ হলেই চেয়ারে নামায জায়েয হয়ে যায় না

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বর্তমানে সামান্য অসুস্থতা, সামান্য দুর্বলতা, হালকা ব্যথা-বেদনার অজুহাতে চেয়ারে বসে নামায আদায়ের প্রবণতা অনেকের মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে। দিন দিন এ প্রবণতা বেড়েই চলেছে।

ফলে মসজিদে মসজিদে চেয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অথচ চেয়ারে বসে নামায আদায়কারীদের মধ্যে এমন লোকও থাকেন, যারা হাঁটা-চলা, উঠা-বসা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবেই করে যাচ্ছেন।

কিন্তু নামাযের সময় তারা মাযূর হয়ে চেয়ার নিয়ে বসে পড়েন।

ভালোভাবে মনে রাখা দরকার, যে কোনো অসুস্থতার কারণেই চেয়ারে বসে নামায জায়েয হয়ে যায় না।

বরং ইমরান ইবনে হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসটিতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.

‘দাঁড়িয়ে পড়তে সক্ষম না হলে বসে বসে পড়বে। বসে সক্ষম না হলে কাত হয়ে শুয়ে আদায় করবে।’

এর থেকে স্পষ্ট যে, বসে নামায পড়ার জন্য শর্ত হল দাঁড়ানোর সক্ষমতা না থাকা। তেমনি যমিনে/সমতলে না বসে পড়ার জন্যও শর্ত, যমিনে/সমতলে বসার সক্ষমতা না থাকা।

অসুস্থ ব্যক্তি কখন বসে নামায পড়তে পারবে এর মানদণ্ড কি?

কোন প্রকারের অসুস্থতা অক্ষমতা গণ্য হবে কোনটি গণ্য হবে না এবং এর মানদণ্ড কী ফকীহগণ তা নির্ণয় করে দিয়ে গেছেন।

মুসান্নাফে আবদুর রায্যাকে বর্ণিত হয়েছে, আমর ইবনে মায়মূন রাহ. বলেন, তার পিতা মায়মূন ইবনে মেহরান রাহ.-কে প্রশ্ন করা হল

مَا عَلَامَةُ مَا يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِدًا؟

“অসুস্থ ব্যক্তি কখন বসে নামায পড়তে পারবে এর মানদণ্ড কী?”

উত্তরে তিনি বলেন

إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ لِدُنْيَاهُ فَلْيُصَلِّ قَاعِدًا.

"যখন সে তার দুনিয়াবী কাজের জন্য দাঁড়াতে পারে না এ অবস্থায় পৌঁছলে সে বসে নামায পড়তে পারবে।" (মুসান্নাফে আবদুর রায্যাক, বর্ণনা ৪১২৬)

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব আলমুহীতুল বুরহানীতে আছে

وقال عليه السلام لعمران بن حصين رضي الله عنه حين عاده وهو مريض: صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى الجنب تومىء إيماءً والمعنى في ذلك أن الطاعة بحسب الطاقة. وقوله: فإن عجز عن القيام وقدر على القعود يصلي المكتوبة قاعداً، لم يرد بهذا العجز العجز أصلاً لا محالة بحيث لا يمكنه القيام بأن يصير مقعداً، بل إذا عجز عنه أصلاً، أو قدر عليه إلا أنه يضعفه ذلك ضعفاً شديداً حتى تزيد علته لذلك، أو يجد وجعاً بذلك، أو يخاف إبطاء البرء، فهذا وما لو عجز عنه أصلاً سواء.

অর্থাৎ অক্ষমতার প্রথম অর্থ হল, কাজটির সামর্থ্যই না থাকা। আর যদি সামর্থ্য থাকে, কিন্তু এটি করলে সে বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে বা এর কারণে তার রোগ বেড়ে যায় কিংবা এর কারণে তীব্র ব্যথা অনুভব করে অথবা এমনটি করলে তার রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হবে এ অবস্থাগুলোই কেবল অক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। (আলমুহীতুল বুরহানী ৩/২৬)

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন

)قوله إذا عجز المريض) المراد أعم من العجز الحقيقي حتى لو قدر على القيام، لكن يخاف بسببه إبطاء برء أو كان يجد ألما شديدا إذا قام جاز له تركه، فإن لحقه نوع مشقة لم يجز ترك القيام بسببها.

(ফাতহুল কাদীর ২/৩)

এখানে তিনি আরো স্পষ্টভাবে বলেছেন, দাঁড়ালে অনেক বেশি ব্যথা হলেই কেবল না দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সুযোগ আছে। শুধু কিছু ব্যথা বা কষ্ট লাগার কারণেই কিয়ামের ফরয ছেড়ে দেওয়া জায়েয হবে না।

আর রোগ বেড়ে যাওয়া এবং রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হওয়ার বিষয়টি কীভাবে ফয়সালা করা হবে এর মূলনীতিও ফকীহগণ নির্ধারণ করে দিয়ে গেছেন।

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন

وتحقق الحرج منوط بزيادة المرض أو إبطاء البرء أو فساد عضو، ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض، والاجتهاد غير مجرد الوهم، بل هو غلبة الظن عن أمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق.

(ফাতহুল কাদীর ২/৩৫১)

অর্থাৎ রোগ বেড়ে যাওয়া এবং রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হওয়ার ফয়সালা শুধু ধারণা বা অনুমানের উপর নির্ভর করে করা যাবে না। বরং স্পষ্ট কোনো আলামত বা রোগীর পূর্ব অভিজ্ঞতা কিংবা মুসলিম অভিজ্ঞ ভালো কোনো ডাক্তারের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে তা নির্ণয় করতে হবে।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ.-ও একই কথা বলেছেন। তিনি বলেন

)قوله خاف) أي غلب على ظنه بتجربة سابقة أو إخبار طبيب مسلم حاذق.

(রদ্দুল মুহতার ২/৯৬)

এখানে লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে ডাক্তার মুসলিম হওয়ার শর্ত এজন্য করা হয়েছে যে, ডাক্তার যদি অমুসলিম হয় তাহলে একে তো তার কাছে নামাযের গুরুত্ব থাকবে না। দ্বিতীয়ত নামাযের পদ্ধতি সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা থাকার কথা নয়। সেজন্য নামাযের আরকান যথাযথ আদায় করলে রোগীর শারীরিক ক্ষতি হবে কি না এ সম্পর্কেও তার বাস্তব ধারণা থকবে না। সবচেয়ে বড় কথা হল, দ্বীনী বিষয়ে কোনো অমুসলিমের উপর আস্থা রাখা যায় না। এজন্যই মুসলিম ডাক্তার শর্ত করা হয়েছে। তবে কখনো কখনো মুসলিম ডাক্তারের মাঝেও দ্বীনী বিষয়ে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়। তাই চেয়ারে বসে নামায শুরু করার পূর্বে ডাক্তারের পরামর্শের পাশাপাশি নিজের অবস্থার পুরোপুরি বিবরণ দিয়ে কোনো মুফতী বা ফতোয়া বিভাগ থেকে মাসআলা জেনে নিতে হবে। নতুবা ক্ষেত্রবিশেষে নামায সহীহ নাও হতে পারে।

মোটকথা, অসুস্থ হলেই চেয়ারে বসে নামায জায়েয হয়ে যায় না। বরং অসুস্থতার ধরন হিসেবে এর হুকুমও ভিন্ন হয়ে থাকে।

১. এমন অসুস্থতা, যা সত্ত্বেও চেয়ারে বসে পড়লে নামায শুদ্ধই হবে না।

২. এমন অসুস্থতা, যার কারণে নামাযের আংশিক চেয়ারে বসে আদায় করলে নামায ফাসেদ হবে না।

৩. এমন অসুস্থতা, যার কারণে পুরো নামায চেয়ারে বসে পড়া জায়েয।

যাদের জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া নাজায়েয

১. যে ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে মাযূর নয়, অর্থাৎ কিয়াম, রুকু-সিজদা করতে সক্ষম, তার জন্য যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায আদায় করাই জায়েয নয়। অথচ কখনো কখনো দেখা যায়, এ ধরনের সুস্থ ব্যক্তিও সামনে চেয়ার পেয়ে চেয়ারে বসে নামায আদায় করে নেয়। ফলে তার নামাযই হয় না।

২. শুধু আরামের জন্য অথবা মামুলি কষ্টের বাহানায় চেয়ারে বসে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না। এমনকি যমিনে বসে পড়লেও আদায় হবে না। এভাবে নামায আদায় করার দ্বারা তার নামাযই হবে না। তার উপর ফরয, দাড়িয়ে নামায আদায় করা এবং যথা নিয়মে রুকু সিজদা আদায় করা।

৩. যার পায়ে বা কোমরে ব্যথা। দাঁড়িয়ে স্বাভাবিক নিয়মে রুকু-সিজদা করে নামায পড়লে শরীরে ব্যথা লাগে। কিন্তু তার ব্যথা এ পরিমাণের নয় যে, তা অনেক বেশি যা সহ্যের বাইরে। বরং এ ব্যথা নিয়ে সে কিয়াম ও রুকু-সিজদা করে নামায পড়তে পারে তবে তার জন্যও যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায পড়ার কোনো সুযোগ নেই। এমন করলে নামায আদায় হবে না।

৪. যে কিছুটা অসুস্থ। কিন্তু তার অসুস্থতা এ পর্যায়ের নয় যে, সে কিয়াম ও রুকু-সিজদা করে নামায পড়তে সক্ষমই নয়, বা এভাবে নামায পড়লে তার রোগ বেড়ে যাবে কিংবা রোগ নিরাময় হতে বিলম্ব হবে এমনও নয়। এমন অল্প অসুস্থতার অজুহাতে যমিনে বা চেয়ারে বসে নামায পড়লে নামায আদায় হবে না।

৫. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়াতে সক্ষম। যমিনে সিজদাও করতে পারে। কিন্তু পা ভাঁজ করে তাশাহহুদের সুরতে বসতে পারে না। তবে পা ছড়িয়ে বা চারজানু হয়ে বা এক পা বিছিয়ে আরেক পা উঠিয়ে কিংবা এক পায়ের পাতা বিছিয়ে আরেক পা বের করে অথবা উভয় পা বের করে বা অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে যমিনে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে তার জন্যও চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয নয়। সে যেভাবে সম্ভব বসেই যমিনে সিজদা করে নামায আদায় করবে এবং কিয়াম ও রুকুও যথানিয়মে আদায় করবে। পুরোপুরি সুন্নত তরিকায় তাশাহহুদের সুরতে বসতে না পারার অজুহাতে তার জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়ার কোনো সুযোগ নেই। এমন ব্যক্তি যমিনে সিজদা না করে চেয়ারে বসে ইশারায় সিজদা করলে তার নামায সহীহ হবে না।

৬. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম নয়, কিন্তু যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনো পদ্ধতিতে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে, তবে চেয়ারে বসে নামায শুরু করলে সিজদা ও কা‘দা (বৈঠক)-এর জন্য যমিনে নামতে সক্ষম নয় তার জন্যও চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয নয়। এমন ব্যক্তি যেহেতু সমতলে বসে সিজদার ফরয আদায় করতে সক্ষম তাই শুরু থেকেই সে যমিনে বা সমতলে বসে যথানিয়মে সিজদা করে নামায আদায় করবে; নতুবা তার নামায আদায় হবে না।

৭. যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম, আবার যমিনে বা সমতলে বসতেও পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে, কিন্তু নামাযে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বসতে পারে না, তেমনি বসলে আবার দাঁড়াতে পারে না তার জন্যও চেয়ারে বসে পড়া জায়েয নয়। বরং সে পুরো নামায নিচে বসে আদায় করবে, যাতে যথানিয়মে যমিনে সিজদা করতে পারে; নতুবা তার নামায সহীহ হবে না

৮. যে ব্যক্তি জমিনের উপর বসে নামায আদায় করতে সক্ষম তার জন্য শুধু এই বাহানায় চেয়ারে বসে নামায আদায় করা ঠিক নয় যে, সে দাড়িয়ে নামায আদায় করতে বা রুকু সিজদা করতে অক্ষম। বরং এ ধরণের লোকেরা জমিনে বসে নামায আদায় করবে। চেয়ারে বসে নামায আদায় করবেন শুধু ঐ লোকেরা যারা জমিনে বসে নামায আদায় করতে অক্ষম।

নামাযের আংশিক চেয়ারে আদায় করার হুকুম

ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়ায় বর্ণিত রয়েছে,

ولو كان قادرا على بعض القيام دون تمامه يؤمر بأن يقوم قدر ما يقدر

যদি কেউ নামাযে কিছু সময় কিয়াম করার পর অক্ষম হয়ে যায়,এবং এরপর আর দাড়াতে সক্ষম না হয়,তাহলে তার জন্য হুকুম হল যে, সে নামাযে ততটুকুই দাড়াবে যতটুকু তার জন্য সম্ভব হবে।(ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া-১/১৩৬)

তারপর উল্লেখ করা হয়,

وإن عجز عن القيام والركوع والسجود وقدر على القعود يصلي قاعدا بإيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع، كذا في فتاوى قاضي خان حتى لو سوى لم يصح، كذا في البحر الرائق.

যদি কেউ নামাযে কিয়াম,রুকু,সিজদা করতে অক্ষম থাকে,কিন্তু সে আবার বসে বসে পড়তে সক্ষম হয়,তাহলে তার জন্য হুকুম হল যে,;সে বসে বসে ইশারায় নামায পড়বে।এবং সেজদার সময় মাথাকে রুকু থেকে একটু বেশী নিচু করবে।(ফাতাওয়ায়ে কাযীখান)তবে যদি কেউ রুকু এবং সেজদার সময়ে মাথাকে সমান করে রাখে তাহলে তার নামাযই বিশুদ্ধ হবে না।(বাহরুর রায়েক্ব)

১. কিয়ামে অক্ষম কিন্তু যমিনে বসতে পারে

যে ব্যক্তি নামাযে কিয়াম তথা দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম নয়, কিন্তু যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতে পারে এবং যমিনে সিজদাও করতে পারে। তার জন্য

সিজদা ও কা'দা (বৈঠক) যমিনে বসে যথানিয়মে আদায় করা জরুরি। এমন ব্যক্তি যদি সিজদার সময় চেয়ারে বসে ইশারায় সিজদা আদায় করে তবে তার নামায সহীহ হবে না; বরং এক্ষেত্রে সে পুরো নামাযই যমিনে বসে আদায় করবে। আর সে যদি এক্ষেত্রে সিজদা ও কা'দা (বৈঠক) যমিনে বসে যথানিয়মে আদায় করে কিন্তু কিয়াম ও রুকুর সময় চেয়ারে বসে তবে তার নামায ফাসেদ না হলেও যমিনে বসে আদায় করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও চেয়ারে বসার কারণে তার নামায মাকরূহ হবে।

আর এমন ব্যক্তি চেয়ারে বসে নামায শুরু করলে সিজদা ও কা'দা (বৈঠক)-এর জন্য যমিনে নামতে না পারলে তার জন্য কিয়ামের সময় চেয়ারে বসাই নাজায়েয। বরং শুরু থেকেই তার যমিনে বসে নামায পড়া জরুরি; যা একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২.কিয়ামে অক্ষম কিন্তু যমিনে বসতে পারেনা

যে ব্যক্তি কিয়াম করতে সক্ষম এবং দাঁড়ানো থেকে চেয়ারে বসতেও পারে, কিন্তু যমিনে কোনো পদ্ধতিতেই বসতে পারে না এমন ব্যক্তির জন্য বিধান হল, সে যথানিয়মে দাঁড়িয়ে নামায শুরু করবে। এরপর স্বাভাবিকভাবে রুকু করতে পারলে রুকুও করবে। তারপর অবশিষ্ট নামায চেয়ারে বসে পড়বে। কিন্তু এক্ষেত্রে কিয়াম করতে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তার জন্য শুরু থেকেই চেয়ারে বসে নামায পড়া সহীহ নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি যমিনে সিজদা করতে সক্ষম নয় তার ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মত হল, এমন ব্যক্তির উপর দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা জরুরি নয়; বরং সে বসে ইশারায় নামায আদায় করতে পারে।

পরিশেষে স্পষ্টভাবে বলা যায়,এমন ব্যক্তি (যে ব্যক্তি যমিনের উপর সিজদা করতে অক্ষম) যদি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম হয় তাহলে তাকে দাঁড়িয়েই নামায আদায় করতে হবে। আর যেহেতু সে সিজদা করতে অক্ষম তাই সে ইশারায় সিজদা করবে (যদি রুকু করতেও অক্ষম হয় তাহলে রুকুও ইশারায় আদায় করবে)। যমিনে সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে দাঁড়ানোর ফরয ছাড়া যাবে না।

৩.কিয়াম ও রুকুতে সক্ষম কিন্তু সিজদা দিতে অক্ষম

যে ব্যক্তি কিয়াম ও রুকু করতে সক্ষম এবং সরাসরি যমিনে বা সমতলে কোনো না কোনোভাবে বসতেও পারে, কিন্তু যমিনে সিজদা করতে পারে না, সে তো কিয়াম ও রুকু যথানিয়মেই আদায় করবে। এরপর যমিনে বসে যাবে। ইশারায় সিজদা আদায় করবে এবং তাশাহহুদ যমিনে বসেই আদায় করবে। এমন ব্যক্তি যেহেতু মাটিতে বা সমতলে বসতে পারে তাই তার জন্য যমিনে কা'দা-এর পরীবর্তে চেয়ারে বসা মাকরূহ তাহরীমী। যা পরিহার করা কর্তব্য

৪.যে ব্যক্তি জমিনে সিজদা করতে সক্ষম নয়,এই মাসআলার উপর হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম তাঁর একটি ফতোয়াতে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং 'ফাতহুল কাদীর' খ. ১ পৃ. ৪৬০, 'আননাহরুল ফায়েক খ. ১ পৃ. ৩৩৭ এবং 'ইলাউস সুনান খ. ৭ পৃ. ২০৩ ইত্যাদির বরাতে দালায়েলের আলোকে এই 'কওল' (বক্তব্য)-কেই শক্তিশালী বলেছেন যে, কিয়ামের ফরয আদায় থেকে শুধু ঐ ব্যক্তি ছাড় পাবে, যে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম। সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে কিয়াম না করার ছাড় পাবে না। তিনি সেখানে বিশদভাবে ঐ কথারও খণ্ডন করেছেন যে, 'শুধু সিজদার জন্য কিয়াম ফরয করা হয়েছে। তাই সিজদা করতে অক্ষম হলেই কিয়াম জরুরি থাকে না।' তিনি একাধিক দলীল দ্বারা একথা প্রমাণ করেছেন যে, কিয়াম নামাযের একটি স্বতন্ত্র ফরয; তা শুধু সিজদার জন্য নয়।

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম ঐ ফতোয়ায় একথাও লিখেছেন যে, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায শুরু করতে পারে, কিন্তু সিজদার জন্য যমিনে বসার পর আবার দাঁড়াতে তার অনেক কষ্ট হয়, এমন ব্যক্তিও কিয়াম (দাঁড়িয়ে নামায পড়া) একেবারে ছাড়বে না।

বরং প্রথম রাকাত দাঁড়িয়ে আদায় করবে। এরপর উঠে দাঁড়াতে কষ্ট হওয়ার কারণে বাকি নামায বসে আদায় করবে।

এর সাথে সাথে হযরত দামাত বারাকাতুহুম এ-ও বলেছেন যে, যমিনের উপর সিজদা করতে অক্ষম কোনো মুসল্লী যদি ফিকহে হানাফীর প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী আমল করে এবং পুরা নামায বসে আদায় করে এবং ইশারায় রুকু-সিজদা করে তাহলে তার নামায ফাসেদ হয়েছে বলবো না।

(لأن المسألة من الاجتهاديات، و القول المشهور و إن كان مرجوحا من حيث الدليل و لكنه ليس من الزلات المحضة، فله بعض الأدلة أيضا، مذكور في "مختصر اختلاف العلماء" ج ١ ص ٣٢٥-عبد المالك)

দাঁড়াতে অক্ষম কিন্তু রুকু-সিজদায় সক্ষম ব্যক্তির নামায

i) রুকু-সিজদায় সক্ষম ও কিরাতের পূর্ণ সময় হেলান দিয়ে দাড়াতে পারে

যে ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াতে পারেনা কিন্তু রুকু-সিজদা করতে পারে। তবে লাঠি,দেয়াল বা কোনোকিছুর সাথে হেলান দিয়ে কিয়ামের পূর্ণ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তাহলে তার জন্য হেলান দিয়েই দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া জরুরী।বসে নামায পড়লে নামায হবে না।

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে আছে -

ولو قدر على القيام متكئا الصحيح أنه يصلي قائما متكئا، ولا يجزيه غير ذلك، وكذا لو قدر أن يعتمد على عصا أو على خادم له، نهإف يقوم ويتكئ .

"সহীহ মত হলো , অসুস্থ ব্যক্তি যদি কোনো কিছুতে ঠেস লাগিয়ে অথবা লাঠি বা খাদেমের কাঁধে ভর দিয়ে নামায পড়তে পারে , তাহলে সেভাবেই দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। এছাড়া অন্য কোনোভাবে নামায পড়া জায়েজ হবে না।" [ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী : ১/১৯৬ , দারুল ফিকর , বৈরুত , লেবানন]

ii) রুকু-সিজদায় সক্ষম কিরাতের পূর্ণ সময় হেলান দিয়ে দাড়াতে পারেনা

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি রুকু-সিজদা করতে পারে, কিন্তু কিরাতের পূর্ণ সময় লাঠি,দেয়াল বা অন্য কিছুর সাথে হেলান দিয়েও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না,সে ব্যক্তি যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, ততক্ষন দাঁড়িয়েই নামায পড়া ফরয। এমনকি তাকবিরে তাহরীমা বলতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময়ও যদি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তাহলে তাকবীরে তাহরীমা দাঁড়িয়েই বলতে হবে। তারপর যখন অপারগ হয়ে যাবে, তখন বসে পড়বে। এ ধরনের কেউ যদি প্রথম থেকে জমিনে বসে নামায শুরু করে, তাহলে তার নামায শুদ্ধ হবে না।আর এমন কারো জন্য চেয়ার টেবিলে বসেও নামায পড়ার সুযোগ নেই।

আল্লামা যাইদ্দীন ইবনে নুজাইম রাহ. বলেন -

قال الهندواني: إذا قدر على بعض القيام يقوم ذلك،ولو قدر آية أو تكبيرة ثم يقعد، وإن لم يفعل ذلك خفت أن تفسد صلاته هذا هو المذهب، ولا يروى عن أصحابنا خلافه

" আবু জা'ফর আল হিন্দুয়ানী রাহ. বলেন , যদি কিছু সময় দাঁড়াতে সক্ষম হয়, তাহলে ততটুকু দাঁড়াবে। যদিও তা এক আয়াত বা তাকবীর বলা পরিমাণ সময় হোক না কেন। তারপর প্রয়োজনে বসতে পারবে। যদি এমনটি না করে, তাহলে আমি আশঙ্কা করছি যে, তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর এটি সঠিক মত। আমাদের ফুকাহায়ে কেরাম থেকে এর বিপরীত কোনো মত বর্ণিত নেই। " (আল বাহরুর রায়েক : ২/১৯৮ , মাকতাবায়ে যাকারিয়া,দেওবন্দ)

দাঁড়াতে সক্ষম কিন্তু রুকু-সিজদায় অক্ষম ব্যক্তির নামায

যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম কিন্তু রুকু-সিজদা করতে অক্ষম, অথবা রুকু করতে সক্ষম কিন্তু সিজদা করতে অক্ষম।সে দাঁড়িয়ে বা বসে যেভাবে ইচ্ছা নামায আদায় করতে পারবে। কিন্তু উত্তম হলো, সে জমিনে বসে নামায আদায় করবে এবং

ইশারায় রুকু সিজদা করবে। এমন ব্যক্তির জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়ারও সুযোগ রয়েছে। তবে সেটা সুন্নত পরিপন্থী হওয়ার কারণে মাকরূহ বা অনুত্তম । যেমন-

আল্লামা আবুল হুসাইন আহমদ ইবনে আবু বকর আল কুদুরী রাহ. বলেন -

فإن قدر على القيام، ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام، وجاز أن يصلي قاعدا ئؤمي إيماء

"যদি কেউ দাঁড়াতে সক্ষম, কিন্তু রুকু সিজদা করতে অক্ষম, তার জন্য দাঁড়ানো আবশ্যক নয়। সে বসে ইশারায় রুকু-সিজদা করে নামায আদায় করতে পারবে।" [কুদূরী: ৩৩,মাকতাবাতুল আযীয,দেওবন্দ]

ইমাম আলী আল মারগীনানী রাহ. বলেন -

وإن قدر على القيام، ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام، ويصلي قاعدا يومئ إيماء، لأن ركنية القيام للتوسل به إلى السجدة لما فيها من نهاية التعظيم، فإذا كان لا يتعقبه السجود لايكون ركنا فيتخير، والأفضل هو الإيماء قاعدا، لأنه أشبه بالسجود

"যদি অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম হয় তবে রুকু-সিজদা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তার জন্য দাঁড়ানো আবশ্যক নয়। বরং সে ইশারায় রুকু সিজদা করে নামায আদায় করবে। কারণ কিয়াম নামাযের রোকন হয়েছে তা সিজদায় যাওয়ার মাধ্যমে হওয়ার কারণে। কেননা, এতেই সর্বোচ্চ সম্মান প্রকাশ পায়। সুতরাং যে কিয়ামের পর সিজদা থাকবে না সে কিয়ামটা রোকন হবে না। অতএব, সেক্ষেত্রে সে স্বাধীন ।

“যে ব্যক্তি দাড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম,তার জন্য বসে বসে ফরয বা ওয়াজিব নামায পড়া জায়েয হবে না।” (কিতাবুন-নাওয়াযিল-৩/৪৮৫)।

অতএব,

(১)যখন দাড়িয়ে নামায পড়া কারো জন্য অক্ষম হয়ে যাবে,তখনই সে বসে নামায পড়তে পারবে।

(২)শরীর দুর্বল লাগলে সুন্নত নামায বসে পড়া যাবে।ফরয ওয়াজিব পড়া যাবে না।শুধুমাত্র দাড়াতে অক্ষম হলেই ফরয এবং ওয়াজিব নামাযে বসে পড়া যাবে।

গর্ভবতী মহিলাদের চেয়ারে বসে নামাযের হুকুম

যদি কোনো গর্ভবতী মহিলা সিজদা করতে না পারে তাহলে তার জন্য ইশারায় [মাথা সম্ভব মত নীচু করে রেখে] সিজদা করাই যথেষ্ট।

কোনো কিছু উচুঁ করে ধরে রাখার প্রয়োজন নেই। আর সিজদাতে রুকুর চেয়ে একটু বেশী ঝুঁকবে।

আর যদি দাঁড়িয়ে সঠিক নিয়মে রুকু ও মাটিতে মাথা রেখে সিজদা করতে বেশি কষ্ট হয় তাহলে রুকু-সিজদার সময় জমিনে বা সমতলে বসে ইশারায় তা আদায় করবে।উল্লেখ্য, ইশারায় সিজদা আদায় করার নিয়ম হল, রুকুর জন্য মাথা যতটুকু ঝোঁকাবে সিজদার জন্য তার চেয়ে একটু বেশি ঝোঁকানো।

আর সিজদার জন্য ইশারা করার সময় হাত হাঁটুতেই রাখবে। কেউ কেউ তখন যমিনে সিজদা করার মত হাত চেহারা বরাবর রাখে। এটি ভুল নিয়ম।

দাঁড়াতে কষ্ট হলে জমিনে বসে নামায আদায় করবে।

অর্থাৎ যথাসম্ভব চেয়ার পরিত্যাগ করা উচিত। কারণ, তা নামাযের রূহ পরিপন্থী।

হযরত নাফে রহ.থেকে বর্ণিত ,

و عن نافع أن عبد الله بن عمر ص يقول : إذا لم يستطع المريض السجود أومأ برأسہ إيماءً ، و لم يرفع إلى جبهتہ شيئًا '' رواه مالک و اسناده صحيح [باب صلاة المريض، حديث نمبر[804 :

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, অসুস্থ ব্যক্তি যখন সিজদা করতে সক্ষম হবে না তখন সে মাথায় ইশারা করে নামায পড়বে এবং কপালের দিকে কোনো কিছু উত্তোলন করে ধরবে না। [আসারুস সুনান হাদিস নং ৮০৪]

“ কেউ যদি নামাযে দাড়ানো ও রুকু-সিজদাহ করতে অক্ষম হয় এবং বসতে সক্ষম হয় তাহলে সে বসে ইশারাহ করে নামায আদায় করবে,এবং সিজদাতে রুকুর চেয়ে বেশী মাথা ঝুঁকাবে।” [ফতোয়ায়ে আলমগীরি ১/১৩৪]

গর্ভকালীন সময়ে বসে নামায পড়লে সিজদার সময় পেটে চাপ লাগলে, এই অবস্থায় চেয়ারে বসে নামায পড়া যাবে।যদি বসে নামায পড়া হয়,তবে সামনে বালিশ দিয়ে বালিশের উপর সেজদা দেওয়া যাবে না।কেননা সিজদা শক্ত কোনো জিনিসের উপর দিতে হয়।তাই বালিশ ব্যতীত ভিন্ন কোনো শক্ত জিনিষের উপর সিজদা দিলে,অবশ্যই নামায বিশুদ্ধ থাকবে।

পুরো নামায যার জন্য চেয়ারে বসে পড়া জায়েয

যে ব্যক্তি নামাযের কিয়াম, রুকু-সিজদা ও কা‘দা (তাশাহহুদের জন্য বসা) কোনোটিই স্বাভাবিকভাবে আদায় করতে সক্ষম নয়; বরং শুধু চেয়ারেই বসতে পারে কেবল এমন অসুস্থ ব্যক্তির জন্য পুরো নামায চেয়ারে বসে আদায় করা জায়েয।

কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এই ব্যক্তি যে কিয়াম, রুকু-সিজদা ও কা‘দা (বৈঠক) সবগুলোই যথানিয়মে স্বাভাবিকভাবে আদায় করতে সক্ষম নয় তা বাস্তবসম্মত ও সুপ্রমাণিত হতে হবে। এর জন্য ডাক্তারের পরামর্শের পাশাপাশি কোনো মুফতী সাহেবকে নিজের অবস্থা পুরোপুরি জানিয়ে তার থেকে মাসআলা নিয়ে সে অনুযায়ী আমল করবে।

নতুবা নিজে নিজে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে কখনো নামায নাও হতে পারে।

কতটুকু অসুস্থতা হলে,ফরজ নামায বসে পড়া জায়েয হবে। অর্থাৎ একেবারে সামান্য দুর্বলতা বা অসুস্থতার কারণেই কি ফরজ নামায বসে পড়া জায়েয হবে নাকি যখন কোনোভাবেই দাঁড়াতে সক্ষম হবে না, কেবল সেক্ষেত্রেই বসে নামায পড়া জায়েয হবে?

এর জবাব হল,

(ক) যদি দাঁড়িয়ে নামায পড়ার কারণে রোগীর খুব বেশি কষ্ট হয় অথবা

(খ) রোগ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে অথবা

(গ) রোগ মুক্তি বিলম্বিত হওয়ার আশঙ্কা হয় তবে তার জন্য বসে নামায পড়া জায়েয। (আল মাজমূ ৪/৩১০;তানভীরুল আবসার ২/৫৬৫)

এ ব্যপারে মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকে একটি রেওয়ায়েত রয়েছে-

عن عمر بن ميمون بن مهران عن أبيه قال: قيل له ما علامة ما يصلي المريض قاعداً؟ قال: إذا كان لا يستطيع أن يقوم لدنياه فليصل قاعداً

'উমর বিন মায়মূন রহ.তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন,তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, রোগীর জন্য বসে নামায জায়েয হওয়ার আলামত কি? তিনি বললেন, যখন সে তার দুনিয়াবী কাজের জন্য দাঁড়াতে পারেনা তখন বসে নামায পড়বে।'

"যে ব্যক্তি বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে সর্বশেষ ইশারার মাধ্যমেও নামায আদায় করতে অক্ষম।এবং সুস্থতার আশা প্রায় গৌণ।এমন ব্যক্তি শরীয়তের বিধি-বিধানের মুকাল্লাফ নয়।অর্থা ঐ ব্যক্তির যিম্মা থেকে নামায-কে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে।"(ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়্যাহ-৭/৫৪৫)

মোদ্দাকথা এই যে, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পদ্ধতি হল, যমিনে বসে তা আদায় করা। আর যে রুকু-সিজদা করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পন্থা হল, ইশারায় রুকু-সিজদা আদায় করা।

আর যে ব্যক্তি যমিনে বসতে অক্ষম তার জন্য যমিনে বসে কা'দা আদায়ের বিকল্প হল চেয়ারে বসা। কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় ওযরের কারণে চেয়ারে বসা জায়েয নয়।

চেয়ারে বসে টেবিলে সেজদা করা

যে ব্যক্তি জমিনে সিজদা করতে অক্ষম, সে দাড়িয়ে হোক বা বসে ইশারা করেই সিজদা করবে।

এমন মাযূর ব্যক্তি যদি অন্য কোন কারণে চেয়ারে বসে নামায আদায় করেন তাহলেও তিনি ইশারায়ই সিজদা করবেন,সামনে তখতা, টেবিল, বালিশ অথবা অন্য কোনো উঁচু জিনিস রেখে তার উপর সিজদা করবে না। কেউ যদি এমনটি করে তাহলে তা যথারীতি সিজদা বলে গণ্য হবে না। বরং তা ইশারা হিসেবে ধর্তব্য হবে। অতএব, সেক্ষেত্রে নামায হয়ে গেলেও নিয়ম বহির্ভূত হওয়ার কারণে এমনটি করা উচিত নয়। কারণ, চেয়ারে বসে সামনে টেবিল ইত্যাদির উপর কপাল রাখাকে দুই কারণে সিজদা বলা যায়না।

১. সিজদার জন্য শর্ত হলো উভয় হাঁটু জমিনে রাখা।

২. সিজদার সময় কপালের অংশ কোমরের অংশ থেকে নিচু হওয়া।

কিন্তু চেয়ারে বসে সামনে কোনো কিছুর উপর কপাল রাখলে উল্লিখিত কোনো শর্তই পাওয়া যায় না। তাই সেটা হাকিকী সিজদা তথা নিয়মতান্ত্রিক সিজদা হিসেবে বিবেচিত হবে না।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. বর্ণনা করেন -

عاد رسول الله (ﷺ) مريضا وأنا معه، فرآه يصلي ويسجد على وسادة، فنهاه وقال : إن استطعت أن تسجد على الأرض فاسجد، وإلا فأوم إيماء، واجعل السجود أخفض من الركوع

" রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক রোগীকে দেখতে গেলেন,আমি তাঁর সাথে ছিলাম, রাসূলুল্লাহ তাকে বালিশের উপর সিজদা দিয়ে নামায পড়তে দেখে তা করতে নিষেধ করে বললেন,যদি জমিনে সিজদা করতে পারো তাহলে জমিনেই সিজদা করো।অন্যথায় ইশারা করে নামায পড়। তবে সেক্ষেত্রে রুকুর ইশারা থেকে সিজদার ইশারায় বেশি ঝুঁকবে।" [মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ২/৩৪৭]

আল্লামা জামালউদ্দীন যায়লায়ী রাহ. বলেন -

"সিজদার জন্য কোনো জিনিস চেহারার দিকে উঁচু করবে না।আর যদি কোনো জিনিস উঁচু করে এবং সেখানে সিজদার জন্য মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়, তাহলে তার নামায হয়ে যাবে। কেননা এখানে ইশারা পাওয়া গিয়েছে। মোটকথা, সে উঁচুকৃত বস্তুটা যদি এতটুকু উঁচু হয় যে, একজন সুস্থ মানুষ তাতে সিজদা করলে তা জায়েয হয়ে যায়। তাহলে অসুস্থ ব্যক্তির জন্য এটা সিজদা বলে গণ্য হবে।আর যদি সুস্থ ব্যক্তির জন্য তাতে সিজদা করা জায়েয না, তাহলে অসুস্থ ব্যক্তির জন্য তা ইশারা হবে।" [তাবঈনুল হাকায়েক: ১/৪৮৯]

সম্প্রতি এই মাসআলার বিষয়ে উসতাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের এক সদ্য লিখিত ফতওয়া রয়েছে। যাতে দারুল উলূম করাচী-এর দারুল ইফতার অন্যান্য হযরতের দস্তখতও রয়েছে। তাতে হযরত দামাত বারাকাতুহুম স্পষ্ট লিখেছেন :

" لہذا کرسی پر بیٹھکر سامنے کسی چیز پر سجدہ کرنے کو "سجدۂ حقیقیہ" (باقاعدہ سجدہ) کہنا درست نہیں"

"... তাই চেয়ারে বসে সামনে কোন কিছুর উপর সিজদা করাকে 'হাকীকী সিজদা' (নিয়মতান্ত্রিক সিজদা) বলা ঠিক নয়।"

উল্লেখ্য, ইশারায় সিজদা আদায় করার নিয়ম হল, রুকুর জন্য মাথা যতটুকু ঝোঁকাবে সিজদার জন্য তার চেয়ে একটু বেশি ঝোঁকানো।আর সিজদার জন্য ইশারা করার সময়

হাত হাঁটুতেই রাখবে। কেউ কেউ তখন যমিনে সিজদা করার মত হাত চেহারা বরাবর রাখে। এটি ভুল নিয়ম।

কাতারের মাঝে বসে নামাযের বিধান

জমিনে বা চেয়ারে বসে নামায আদায়কারী লোকদের কাতারের মাঝে বা ইমামের পিছনে বসে নামায পড়া জায়েয। কিন্তু তাদের জন্য কাতারের কিনারায় নামায পড়া উত্তম,যাতে কাতারের মাঝে চেয়ার রেখে বা জমিনে বসে নামায পড়ার কারণে কাতারে কোনো বক্রতা বা শূণ্যতা দেখা না যায়। হাদীস শরীফে কাতার সোজা রাখা এবং পরস্পর খুব মিল রেখে দাঁড়ানোর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

হযরত আবু মাসউদ রাযি. বলেন-

كان رسول الله يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول:استووا ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»

" রাসূলুল্লাহ নামাযের আগে আমাদের কাঁধে হাত বুলাতেন ও বলতেন, তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও আগপিছ হয়োনা। অন্যথায় তোমাদের মাঝে অন্তর্বিবাদ সৃষ্টি হবে। তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক এবং জ্ঞানী তারা আমার নিকটবর্তী দাঁড়াবে,এরপর পর্যায়ক্রমে অন্যরা দাঁড়াবে।" [সহীহ মুসলিম: ১/১৮১-১৮২, হাদীস নং-৪৩২]

তবে কেউ যদি কাতারের মাঝখানে বা ইমামের পেছনে বসে নামায পড়ে , তাহলে কারো এই অধিকার নেই যে, সে উক্ত ব্যক্তিকে কাতারের কিনারা চলে যাওয়ার কিনারায় যাওয়ার হুকুম দেবে। উল্লেখ্য, অধিকাংশ সময় লোকেরা জমিনে বা চেয়ারে বসে নামায আদায়কারী ব্যক্তিদের জন্য কাতারের কিনারায় দাঁড়ানো জরুরি মনে করে থাকে, এটা সঠিক নয়।

কাতারে চেয়ার রাখার পদ্ধতি

শর'য়ী ওযরবশত মসজিদে জামা'আতের সাথে চেয়ারে নামায আদায়ের সময় চেয়ার রাখার পদ্ধতি হলো - চেয়ারের পিছনের পায়া কাতারে দাঁড়ানো মুসল্লীদের পায়ের গোড়ালি বরাবর থাকবে , যেনো বসা অবস্থায় মাযূর ব্যক্তির কাঁধ অন্যান্য নামাযীদের কাঁধ বরাবর সোজা হয়ে যায়।

আর যদি কোনো ব্যক্তি পূর্ণ নামায বসে আদায় না করে বরং দাঁড়াতে সক্ষম হওয়ায় কারণে কেরাতের সময় দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু রুকু-সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে চেয়ারে বসে রুকু-সিজদা আদায় করে, তাহলে এমতাবস্থায় কাতারে চেয়ার রাখার পদ্ধতি হলো - চেয়ার এমনভাবে রাখবে যেন চেয়ারের সামনের পায়া কাতারের বরাবর থাকে আর অবশিষ্টাংশ পিছনের দিকে থাকে। যেন দাঁড়ানোর সময় উক্ত মাযূর ব্যক্তির কাঁধ অন্যান্য নামাযীদের কাঁধ বরাবর সোজা হয়ে যায়।

বাকী থাকলো তার পিছনের কাতারের সমস্যার কথা।তার সমাধান হলো - মাযূর ব্যক্তিরা কাতারের এক পার্শ্বে একজনের পিছনে থাকবে, যেন তাদের বসার কারণে অন্যদের সমস্যা না হয়।

চেয়ারে বসে নামায পড়ার কয়েকটি ক্ষতিকর দিক

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারকাতুহুম তার সদ্য লেখা এক ফতওয়ায় চেয়ারে বসে নামায আদায় করার ক্ষতির দিকগুলো আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ‘জমিনে বসে নামায আদায় করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও চেয়ারে বসার যে প্রচলন দেখা যায় তাতে বিভিন্ন দিক থেকে আপত্তি রয়েছে। যেমন -

১. নামাজের মধ্যে বিনয় ও নম্রতা হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য আর চেয়ারে বসে নামায আদায় করার ক্ষেত্রে তা পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায় না। বসে আদায় করার সময় এর থেকে তুলনামূলক বেশি পাওয়া যায়।

২. মাযুর ব্যক্তিদের জন্য জমিনে বসে নামায আদায় করাই উত্তম ও মাসনূন তরীকা। এর উপরই সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম এবং পরবর্তীদের আমল চলে আসছে। চেয়ারে বসে নামায আদায় করার রেওয়াজ কেবল শুরু হয়েছে। খায়রুল কুরূনে এর নযীর নেই। অথচ সে যুগে মাযুরও ছিল চেয়ারও ছিল।

৩. যে ব্যক্তি শরীয়তের দৃষ্টিতে মাযচর নয়, অর্থাৎ কিয়াম, রুকু সিজদা করতে সক্ষম, তার জন্য জমিনে বা চেয়ারে বসে ফরয এবং ওয়াজিব নামায আদায় করাই জায়েয নেই। অথচ কখনো কখনো দেখা যায় এ ধরণের সুস্থ ব্যক্তিও সামনে চেয়ার পেয়ে চেয়ারে বসে নামায আদায় করে নেয়। ফলে তার নামাযই হয় না।

৪. চেয়ারের ব্যবহারের কারণে কাতার সোজা করা ও সোজা রাখার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। অথচ মিলে মিলে দাড়ানো ও কাতার সোজা করার বিষয়ে হাদীস শরীফে জোর তাগীদ এসেছে।

৫. বিনা প্রয়োজনে মসজিদে চেয়ারের অধিক্যের কারণে তা নাসারাদের গির্জা ও ইহুদীদের উপাসনালয়ের সাদৃশ দেখা যায়। তারা গির্জায় চেয়ার ও বেঞ্চে বসে উপাসনা করে। আর দ্বীনী বিষয়ে ইহুদী নাসারা ও অন্যান্য জাতির সাদৃশ্য থেকেহ নিষেধ করা হয়েছে।

৬. নামায তো এমন ইবাদত যা আদায় করতে হয় বিনয়াবনত হয়ে বিগলিতচিত্তে। আর চেয়ারে বসে নামায আদায় করার চেয়ে জমিনে বসে নামায আদায়ের মাঝে তা পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়।

৭. কোন কোন যুবক ও সুস্থ ব্যক্তি নামাযের পর মসজিদে রাখা চেয়ারে বসে আরাম করে। কখনো কখনো চেয়ার নিয়ে গোল হয়ে বসে আলাপচারিতায় লিপ্ত হয়। এটা মসজিদের পবিত্রতা, মার্যাদা ও আদবের খেলাফ।

“...এ জন্যই ইশারায় নামায আদায় করার জন্যও যথাসম্ভব চেয়ারের ব্যবহার না করা চাই। চেয়ার ব্যবহারের প্রতি নিরুৎসাহিত করা চায় এবং এর ব্যবহার কেবলমাত্র ঐ সকল ব্যক্তির মাঝে সিমাবদ্ধ করা উচিত, যারা জমিনে বসে নামায আদায় করতে সক্ষম নয়।”

উপরোক্ত আলোচনার পাশাপাশি শরীয়তের আরেকটি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।আর তা হচ্ছে,সকল ক্ষেত্রে সহজীকরণ। আল্লাহ পাক সাধ্যাতীত নির্দেশ দেন না, বরং যা সহজ তাই আল্লাহর প্রিয় নিকট প্রিয় ইরশাদ হয়েছে,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَاۚ

“আল্লাহ তাআলা সাধ্যের বাহিরে কোন দায়িত্ব কারও ওপর চাপিয়ে দেননা।” [সূরা বাকারা:২৮৬]

আমাদের দেশের বিভিন্ন দারুল ইফতার ফতোওয়াও এটাই। মারকাযুদ দাওয়ার দারুল ইফতার ফতওয়াও এটাই যে, রুকু সিজদায় অক্ষম ব্যক্তিগণ জমিনে বসতে সক্ষম হলে তাদের জন্য চেয়ারে বসে নামায আদায় করা মাকরূহ। যা পরিহার করা জরুরী। আর রুকু সিজদায় সক্ষম ব্যক্তি যদি এমনটি করে তাহলে তো তার নামাযই শুদ্ধ হবে না।

চেয়ারে বসে নামায: কিছু সংশয়ের নিরসন

এক. চেয়ারে বসে নামায পড়ার বিধান কি খয়রুল কুরুনে ছিল?

চেয়ার খায়রুল কুরুনে ছিলো, অসুস্থতাও ছিলো; কিন্তু চেয়ারে বসে নামায পড়ার বিধান খায়রুল কুরুন থেকে অনুসৃত হয়নি। সুতরাং চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয হবেনা

আমাদের মনে রাখতে হবে যে,চেয়ারে বসে নামায পড়া বৈধ-অবৈধ হওয়া সম্পর্কে খায়রুল কুরুনের পরিষ্কার ও অকাট্য কোনো বক্তব্য না থাকলেও এর পক্ষে আমল বিদ্যমান রয়েছে।

বিশিষ্ট সাহাবী আবু বারযাহ রাযি. সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

كان لأبي برزة دكان يجلس عليه ويدلي رجليه ويصلي .

"হযরত আবু বারযাহ রাযি.- এর একটি উঁচু বসার স্থান ছিলো।তিনি সেখানে বসে পা ঝুলিয়ে নামায আদায় করতেন।"

[মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল: ২০৬ , ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ইবনে নখসর মারওয়াযী রাহ. এ বর্ণনাটি من يصلي على دكان مدليا رجليه শিরোনামে উল্লেখ করেছেন]

এছাড়াও চেয়ারে বসে নামায পড়ার অন্যতম নযীর হলো বাহনের উপর বসে নামায আদায় করা, যা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত।

প্রকৃতপক্ষে এখানে প্রয়োজনীয়তার দিকটাই অধিক বিবেচ্য। আমরা জানি, প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই মুফতিয়ানে কেরাম চেয়ারে বসে নামায আদায় করার অনুমতি দিয়েছেন। প্রয়োজন একটি আপেক্ষিক বিষয়। বর্তমান চিকিৎসাবিজ্ঞান অনেক উন্নত হয়েছে। প্রযুক্তির নিরীক্ষণে আবিষ্কৃত হচ্ছে নানা রোগ ও তার নিরামায়ক। উন্মোচিত হচ্ছে বিভিন্ন পীড়ার রহস্য। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ডাক্তারগণ অনেক রোগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এ ধরনের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে চেয়ারে বসতে হবে। নিচে বসলে তার ক্ষতি হবে।

প্রথম যুগে প্রয়োজন এভাবে সুনির্দিষ্ট হয়ে দেখা দেয়নি। প্রয়োজনের মাত্রাও হয়তো এমন প্রকট ছিলোনা। এমন প্রমাণ কি দেখানো যাবে যে, অভিজ্ঞ ডাক্তার চেয়ারেই বসার তাগিদ দিয়েছেন, কিন্তু রাসূল (ﷺ) বা কোনো সাহাবী তাকে চেয়ারে বসে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং সে যামানায় আমল না থাকা, বর্তমানে প্রয়োজনে আমল করার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে না।

ফকীহগণের নিকট স্বীকৃত যে, প্রথম যুগ থেকে অনুসৃত কিছু পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরবর্তী যামানায় প্রয়োজনের তাগিদে তারতম্য হতে পারে।যেমন, 'তাছওয়ীব' অর্থাৎ আযানের পর একামতের পূর্বে নামাযের জন্য ডাকা। রাসূল (ﷺ) এর যুগে এর কোনো প্রচলন ছিল না; কিন্তু প্রয়োজনে ফুকাহায়ে কেরাম অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম আলী মারগীনানী রাহ. বলেন -

وهذا التثويب أحدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة لتغير أحوال الناس، وخصوا الفجر به لما ذكرنا،أى:لأنه وقت نوم وغفلة، والمتأخرون استحسنوه في الصلوات كلها لظهور التواني في الأمور ا لدينية

" কুফার উলামায়ে কেরাম মানুষের অবস্থা পরিবর্তনের কারণে সাহাবা যুগের পর তাছওয়ীব প্রথাটি চালু করেছেন। তবে তাঁরা ফজরের নামায ঘুম ও অলসতার সময়ে হওয়ার কারণে শুধু ফজরের সময় তাছওয়ীব করার কথা বলেছেন।তবে পরবর্তী উলামায়ে কেরাম দ্বীনি কাজে মানুষের শিথিল মনোভাব প্রকাশ পাওয়ার কারণে সকল নামাযের ওয়াক্তেই তাছওয়ীব করাকে পছন্দ করেছেন।" [ফাতহুল কাদীর: ১/২৪৯,মাকতাবাতুর রশীদীয়া,কোয়েটা, পাকিস্তান]

উল্লেখ্য, ফিকহে ইসলামী প্রয়োজনীয়তাকে কখনোই উপেক্ষা করে না; বরং সুন্দর ও সাবলীল ও যৌক্তিক সমাধান দেয়। এজন্য ফুকাহায়ে কেরামের নিকট নিম্নের মূলনীতিগুলো স্বীকৃত। যা চেয়ারে বসে নামায পড়ার বৈধতা হিসেবে কার্যকর। যেমন,

الضرورات تبيح المحظورات، المشقة تجلب التيسير،يسروا ولا تعسرو ا، الطاعة بحسب الطاقة،حق الله تعالى مبنى على المسامحة

" প্রয়োজনের খাতিরে নিষিদ্ধ কাজ সমূহ বৈধ হয়ে যায়; জটিলতা সহজিকরণের দাবি রাখে, মানুষের সাথে নম্রতা প্রদর্শন করো, কঠোরতা করোনা; আনুগত্য সাধ্যঅনুযায়ী; বান্দার উপর আল্লাহর হক আদায় প্রকৃতির।" [আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের: ১/২৫০,২৫১,২২৬, সহীহ বুখারী (৬৯),রদ্দূল মুহতার ১/৫৪৫ এইচ.এম.সাঈদ, আল হিদায়া, ১/৮৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, পাকিস্তান]

এছাড়াও ইমাম আলী মারগীনানী রাহ. বলেছেন - الحكم يدار على دليل الحاجة "শর'য়ী বিধান প্রয়োজনের ভিত্তিতে আবর্তিত হয়।" [আল হিদায়া,কিতাবুত তালাক ২/৩৫৫ মাকতাবায়ে আশরাফিয়া]

এসকল শর'য়ী দলীলের আলোকে এবং বাস্তবার্থেই প্রয়োজন অনুভব করে দারুল উলুম দেওবন্দ, দারুল উলুম করাচি ও দারুল উলুম হাটহাজারীসহ অনেক দারুল ইফতার বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম শর্তসাপেক্ষে এর অনুমতি দিয়েছেন। এছাড়া প্রয়োজনীয়তার মূলনীতি অনুযায়ীও চেয়ারে বসে নামায আদায় বৈধ প্রমাণিত হয়। সুতরাং চেয়ারে বসে নামাযকে অবৈধ বলা অগ্রহণযোগ্য এবং একটি ভুল সিদ্ধান্ত।

দুই. ইহুদী খ্রিস্টানদের সাথে সাদৃশ্য

ইসলামী শরী'আতের গুরুত্বপূর্ণ একটি উসূল হলো, বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা থেকে বেঁচে থাকা।এ বিষয়ে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কুরআনেও বিভিন্নভাবে এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

বিধর্মীদের সাদৃশ্য অবলম্বনের নিষেধাজ্ঞা এত ব্যাপক নয় যে, যেকোনো সাদৃশ্য বা একরূপতা এর আওতায় এসে যাবে। অন্যথায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কাজ বাদ দিতে হবে।ফলে পুরো জীবনযাত্রার স্বাভাবিকতা ব্যাহত হয়ে পড়বে। এজন্য ফুকাহায়ে কেরাম সাদৃশ্য নিষেধের দলীল এবং শরী'আতের অন্যান্য দলীল বিবেচনা করে বিধানটিকে নির্দিষ্ট সীমায় এনে ব্যাখা করেছেন।

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

فإن التشبه بهم لا يكره في كل شيء، بل في المذموم وفيما يقصد به التشبه، كما في البحر

"সর্বক্ষেত্রে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন নিন্দনীয় নয়। এটা তখনই নিন্দনীয় হবে যখন তা হবে মন্দ কাজে এবং এমন ক্ষেত্রে যেখানে সাদৃশ্য গ্রহণ উদ্দেশ্য হয়।" [আদ্দুররুল মুখতার: ২/৪৬৪, মাকতাবায়ে আযহার]

আয যখীরা গ্রন্থে- হিশাম রাহ. বলেন, আমি আবু ইউসুফ রাহ. এর পায়ে লোহার খুঁটিযুক্ত একটি পাটি জুতা দেখলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে লোহার ব্যবহারে আপনি কোনো সমস্যা আছে বলে মনে করেন? তিনি বললেন,না। আমি বললাম, সুফিয়ান এবং সাওর ইবনে যায়দ এতে রুহবান বা বৈরাগীদের সাথে সাদৃশ্য হয় বিধায় এটাকে অপছন্দ করতেন। এর প্রতিউত্তরে তিনি বলেন," রাসূলুল্লাহ (ﷺ) পশমযুক্ত জুতা ব্যবহার করতেন । এটাও তো বৈরাগীদের পরিধেয়।" তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, উপকার ও সুবিধা রয়েছে এমন কাজে সাদৃশ্য হলে কোন সমস্যা নেই... ।" [রুদ্দুর মুহতার: ২/৪৬৪, মাকতাবায়ে আযহার]

এখানে ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.- এর বক্তব্য থেকে এই মূলনীতি বের করেছেন যে , মানুষের প্রয়োজন মিটাতে বা কল্যাণসাধন করতে বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্য হলেও আপত্তিকর কিছু নেই। প্রয়োজনে বা কৌশলগত কারণে সাদৃশ্য অনুমোদিত।

চেয়ারে বসে নামায পড়ার বৈধতা নিয়ে যারা আপত্তি করেছেন তারা জোরেশোরে এ বিষয়টি সামনে আনতে চান।সাদৃশ্যের প্রশ্ন তুলেই মনে করেন যারা অনুমতি দিয়েছেন তাদের কথা দলীলনির্ভর নয় । অথচ যারা অনুমতি দিয়েছেন তারা প্রয়োজনীর দিক বিবেচনা করেই অনুমতি দিয়েছেন। প্রয়োজনে ব্যতিরেকে চেয়ারে নামায না হওয়ার কথাও স্পষ্টভাবেই বলেছেন। উল্লেখ্য, অপব্যবহার বন্ধ করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবহারের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য সতর্কতা হিসেবে বিভিন্ন ফাতওয়ার সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

একটি ভুল প্রচলন : চেয়ারে বসে নামায আদায় করা কি ইচ্ছাধীন বিষয়?

মসজিদগুলোতে চেয়ারের প্রচলন বেড়ে যাওয়ায় কিছু মানুষ হয়ত মনে করেন যে, চেয়ারে বসে নামায আদায় করাটা ইচ্ছাধীন। কোন ধরণের ওযর হলে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা জায়েয, কোন ক্ষেত্রে নামায সহীহ হয় না বা মাকরূহ হয়। কোন ক্ষেত্রে চেয়ারে না বসে যমীনে বসে নামায আদায় করতে হয়।

-এসব বিষয়ে যে শরীয়তের সতন্ত্র বিধান রয়েছে তা মনে হয় এদের জানাই নেই ।

যাদের এ ধরণের ওযর আছে তাদের উচিত নিজ নিজ অবস্থা কোন বিজ্ঞ আলেমের কাছে পেশ করা এবং সঠিকভাবে মাসআলা জেনে আমল করা। সামান্য ব্যাথা হল বা একটু কষ্ট অনুভব হল অমনি নিজ থেকে চেয়ারে বসে নামায আদায়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম আর আমার খবরও নেই যে আমার নামায হচ্ছে না।

এ বিষয়ে মৌলিক কথা হল, যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পদ্ধতি হল, জমিনে বসে তা আদায় করা। আর যে রুকু সিজদা করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প পন্থা হল, ইশারায় তা আদায় করা। আর যে ব্যক্তি যমিনে বসে নামায আদায় করতে অক্ষম তার জন্য বিকল্প হল, চেয়ারে বসে নামায আদায় করা। কেবলমাত্র প্রথম ও দ্বিতীয় ওযরের কারণে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা ঠিক নয়।

সুতরাং আমাদের উচিত এ বিষয় এবং এজাতীয় যে কোন বিষয়ে নিজে নিজে সিদ্ধান্ত না নিয়ে বিজ্ঞ আলেমের শরণাপন্ন হওয়া।

[সূত্র : মাসিক আল কাউসার।।বর্ষ : ০৯,সংখ্যা : ০৮

যিলক্বদ ১৪৩৪ || সেপ্টেম্বর ২০১৩]

শেষকথা

উপরে উল্লিখিত মাসআলাগুলো থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা একেবারেই নাজায়েয। এসব ক্ষেত্রে নামাযই শুদ্ধ হয় না।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে নামাযের আংশিক চেয়ারে বসে আদায় করলে যদিও নামায ফাসেদ হয় না, কিন্তু তা মাকরূহ। কেবল একটি ক্ষেত্র এমন, যেখানে চেয়ারে বসে নামায আদায় করলে নামায আদায়ও হয়ে যায় এবং মাকরূহও হয় না।

এই বাস্তবতাটি যদি আমরা যথাযথ উপলব্ধি করতে পারি তাহলে এ বিষয়টি বুঝতে আমাদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় যে, বর্তমানে মসজিদগুলোতে চেয়ারের যে ভিড় পরিলক্ষিত হচ্ছে (এবং দিন দিন যা বেড়েই চলেছে) এটা কেবল এজন্যই যে, মাসআলা জানা না থাকার কারণে এমন অনেক মুসল্লীও নামাযে চেয়ার ব্যবহার করে থাকেন, যাদের জন্য নামাযে চেয়ার ব্যবহার জায়েযই নয়। সম্মানিত মুসল্লীবৃন্দ যদি হিম্মত করে শরয়ী ওযর ব্যতীত নামাযে চেয়ার ব্যবহার পরিত্যাগ করেন এবং নামাযে চেয়ার ব্যবহারকে শরয়ী রুখসত (শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত ছাড়) পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেন তাহলে মসজিদগুলোতে চেয়ারের এই ভিড় হ্রাস পাবে ইনশাআল্লাহ। অধিকাংশ মসজিদে চেয়ারের কোনো প্রয়োজনও পড়বে না। আর এমনটিই হওয়া চাই, কেননা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায়ও চেয়ারের অস্তিত্ব ছিল; বরং এরও বহু পূর্ব থেকে ছিল। আর প্রথম থেকেই মাযূর ও অসুস্থ মুসল্লী ছিলেন। কিন্তু ইতিহাসে এমন কোনো নজির পাওয়া যায় না যে, মসজিদগুলোতে চেয়ার পাতা থাকত। অথবা মাযূর মুসল্লীগণ চেয়ার নিয়ে এসে তাতে নামায আদায় করতেন। মসজিদে চেয়ার পেতে রাখা এবং চেয়ারে নামায আদায় করার যে প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে তা সম্পূর্ণ নতুন রেওয়াজ। এটাকে নিরুৎসাহিত করাই কাম্য।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুস্থ জীবন দান করুন। সর্বক্ষেত্রে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খুলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবায়ে কেরামের সুন্নত অবলম্বন

করার তাওফীক দান করুন। বিদআত থেকে দূরে রাখুন। অন্য ধর্মাবলম্বীদের আচার-সভ্যতা ও রীতি-নীতি থেকে হেফাযত করুন। আমীন।

তথ্যসূত্র

১. দরসুল ফিকহ, প্রথম খন্ড , গবেষণামূলক ফিকহী প্রবন্ধ সংকলন

তত্ত্বাবধান: ফতওয়া বিভাগ, দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

২. ফিকহুস সালাত

মুফতি আরিফুল ইসলাম হাফি.

৩. মাসিক-আলকাউসার

৪. https://ifatwa.info/